বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

তাম্রলিপি

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়
অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৬১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
২৮/১, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ৫২০.০০

Bangabandhur Ditio Biplob o Amader Churanto Bijoy
By : Professor Dr. Mamun Al Mahtab (Shwapnil)

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 520.00 $17

ISBN : 978-984-98576-1-7

উৎসর্গ

শহিদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে
এ জাতির আলোকবর্তিকা তিনি।

ভূমিকা

বাংলাদেশের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধের একটি সংকলন। এ প্রবন্ধগুলো লেখার সময়কাল ২০২৩-এর বইমেলা থেকে ২০২৪-এর বই মেলা অবধি। যে সমস্ত বিষয় এবং ঘটনা এই সময়টায় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনে দাগ কেটে গেছে, তেমনই কিছু বিষয় নিয়ে লেখা কলমগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক আর অনলাইন পোর্টালে, যার মধ্যে আছে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, দৈনিক আমাদের নতুন সময়, জাগোনিউজ২৪.কম, ইত্যাদি। সেখান থেকে বাছাই করা কিছু কলামকে মলাট বন্দী করার কৃতিত্বের সবটুকুই তাম্রলিপির। লেখাগুলো এমনই যে পড়তে বসে হয়তোবা এখনই বাসি মনে হতে পারে। তারপরও ঘটমান বর্তমানকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে পুষ্ট মগজে বিশ্লেষণ করে, একসময় ক্যাম্পাসে "জয় বাংলা শ্লোগান" উচ্চকিত হাতে কলম ধরে, ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করাটা সম্ভবত জরুরি। আর সেই তাগিদটুকুই এই বইটি প্রকাশের মূল অনুপ্রেরণা।

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয় ১১
স্বাস্থ্যসেবায় শেখ হাসিনার দৃষ্টান্ত ১৩
দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভের বিশ্ব জয় ১৭
একজন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ২০
পণ্ডিতবাড়ির ইতিকথা ২৩
বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলা ২৫
সেলফি ডিপ্লোমেসি ২৭
ভারত বনাম ইণ্ডিয়া ৩০
বাঙালি জাতির সামনের চ্যালেঞ্জ ৩৩
নতুন পাঠ্যক্রম এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৩৭
গুজবের ডালপালা ৪০
দেশের অর্থনীতি ও জাপান ৪৩
আমার জাপান দর্শন ৪৬
আমার টাকা দর্শন ৫০
সম্প্রীতির বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ৫৩
শেখ রাসেল ও তার হাসু বুবু উপাখ্যান ৫৭
শোকের মাসে শকুন হায়নার উৎসবের প্রস্তুতি ৬০
যাত্রার শেষ কোথায় ৬৩
লিভারের মেট্রো জয়! ৬৮
নিপাহ ভাইরাস যেভাবে ছড়ায় ৭১
পাবলিক ডিপ্লোমেসি ৭৩
ক্যাডাভেরিক অর্গানিক ডোনেশন অমরত্বের পথে যাত্রা ৭৯

বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্প-সংস্কৃতি ৮১
বিশ্ব ক্যান্সার দিবস–চিকিৎসাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর ব্যবধান ঘোচাতে হবে ৮৫
গণজাগরণ মঞ্চ ও যুদ্ধাপরাধ ৮৮
বাঙালির বইমেলা ৯২
বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ৯৫
তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ৯৮
বাংলাদেশে ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ১০২
সেকেন্ড ক্যাপিটাল থেকে 'আগারজায়া' ১০৫
নটিং হিল থেকে ওরাকান্দি ১০৮
অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স শিশু স্বাস্থ্যের জন্য বড় আশঙ্কা ১১৩
সব বাঙালির জন্য সুস্বাস্থ্য ১১৬
ডাক্তারের কবিরাজনামা ১২১
প্রসঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বাংলা নববর্ষ ১২৭
দাবদাহে যখন অতিষ্ঠ জীবন ১২৯
স্বাস্থ্য খাতের অপ্রাপ্তি! ১৩১
প্রসঙ্গ গণতন্ত্র ১৩৪
বাংলাদেশের অর্থনীতির যোগ-বিয়োগ এবং ভাগফল ১৩৭
লাক্ষা দ্বীপে আমার জি২০ অভিজ্ঞতা ১৪১
আশ্রয়ণের অনন্য রূপকার ১৪৭
একজন কুলেশপ্রসাদ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের কিছু বিস্মৃত স্মৃতি ১৫১
ভারতের পার্টিশন্ড ফ্রিডম আর অখণ্ড ভারতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫
ফিরে দেখা একাত্তর ১৬০
ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো... ১৬৩
ডাক্তারির ডাক্তারি ১৬৬
মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হেনরী কিসিঞ্জারের বিদায় ১৭৩

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়

চর্যাপদ থেকে শুরু করলেও বাঙালির যে হাজার বছরের ইতিহাস, সেখানে কোথাও বাঙালির কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের উল্লেখ যেমন নেই, নেই তেমনি বাঙালির কোনো স্বাধীন শাসকের অস্তিত্বও। বাঙালি জাতির ইতিহাসে তার প্রথম স্বাধীন ঠিকানা বাংলাদেশ, আর তার প্রথম স্বাধীন শাসক এ দেশের ভূমিপুত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আসলে বাংলাদেশ নামক আজকের এই জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটিও বঙ্গবন্ধুরই। 'হাতমে বিড়ি মু মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' করাচি বা লাহোরের স্লোগান নয়, এই স্লোগানে সরগরম ছিল সাতচল্লিশে ঢাকার রাজপথ। সেই বাঙালি জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখানো থেকে শুরু করে সেই স্বপ্নটি বাস্তবায়নের স্বপ্নপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেইসব বিরল জাতির পিতাদের অন্যতম, যিনি তার জীবদ্দশায় তার জাতিকে একটি স্বাধীন পতাকা উপহার দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই বাংলাদেশের নাম, আমাদের জাতীয় সংগীত, জাতীয় চার মূলনীতি আর এমনকি আমাদের জাতীয় স্লোগানটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুরই ঠিক করে দেওয়া।

তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এই জাতিকে স্বাধীন করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি যাদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাদের রুদ্ররোষের চরম মূল্য চুকাতে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যদের রক্তে পবিত্রতর করেছেন। কাজেই বঙ্গবন্ধু তো বাংলাদেশেরই সমার্থক, বঙ্গবন্ধুই তো বাংলাদেশ।

আজকে যখন কখনো ভাস্কর্য, কখনো ৭ মার্চ, কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কে জাতিকে আবারো বিভ্রান্ত করায় তৎপর একদল চিহ্নিত পাক চাটুকার, তখন তাদের স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যটা খুবই পরিষ্কার। তারা ট্যাকব্যাক স্লোগানের ধুয়া তুলে বাংলাদেশকে আবারো তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের হাতে তুলে দিতে চায়। এর পরের ইতিহাসটা আমাদের অতিপরিচিত।

আমরা ফুঁসে উঠব, সোচ্চার হব, কখনো রাজপথে মানববন্ধনে, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস চর্চায় আর ঠিক তখনই আবারো গর্তে ঢুকবে এসব 'বাংলাস্তানিরা'। আমরা সন্তুষ্টির ঢেঁকুর তুলব, আবারো বিশ্বাস করব আমরা, আবারো ওদের পরাজিত করেছি আর ভুলে যাব ওদের যত অসভ্যতা।

ওরা ঠিকই ফিরে আসবে আবারো সুযোগ বুঝে ছোবল দিতে। আমাদের বুঝতে হবে ওদের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলো। বারবার এই বিভ্রান্তির বাতায়ন সৃষ্টি করে ওরা আমাদের বিশ্বাসের আর বোঝার জায়গাগুলোকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছে।

আমরা নিজেদের অজান্তে 'ভাস্কর্য বনাম প্রতিমা', 'শবেবরাত, না শবেবরাত না' ইত্যাদি যত বিভ্রান্তির মারপ্যাঁচে জড়িয়ে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছি। আর এই সুযোগে তারা ক্রমেই জায়গা করে নিচ্ছে আমাদের ভেতরে। আমরা আমাদেরই প্রতিপক্ষ মনে করছি, আর কখনো কখনো ওদেরই মনে করছি আপন। এই আপন-পরের বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার সময় এটাই, বাংলাদেশ যখন বছর শেষে আবারো একটি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর এটি যদি না করা যায়, তবে তার যে পরিণতি সেটা তো আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি এই সেদিন, যেদিন ক্যাপিটালে গণতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদে ক্যাপিটালের অন্য প্রান্তে লিংকন মেমোরিয়ালে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আমেরিকার স্থপতি আব্রাহাম লিংকনের।

অন্ধকারের শক্তিকে শেষবারের মতো ভাগাড়ে ঠেলে দিতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর কাছেই। করতে হবে বঙ্গবন্ধুর অপূর্ণ স্বপ্নের বাস্তবায়ন। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল নির্যাস ছিল স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির ক্ষমতায়ন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নির্বাচনে কে হারল, আর কে জিতল তা মুখ্য ছিল না, কারণ যেই জিতুক না কেন সে তো হবে একাত্তরে বিশ্বাসী, অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন মানুষ, যার আনুগত্য শুধুই বাংলাদেশের প্রতি। যাদের হৃদয়ে 'পেয়ারে পাকিস্তান' তারা থাকুক এ দেশে আপত্তি নেই, কিন্তু তারা থাকবে ক্ষমতা আর নীতিনির্ধারণের গণ্ডি থেকে শত মাইল দূরে। এটিই আমাদের আদর্শিক আর নৈতিক মুক্তির বাস্তবতা, আর এই বাস্তবতাটি বাস্তবায়নের মধ্যেই আমাদের দীর্ঘমেয়াদে মুক্তি।

স্বাস্থ্যসেবায় শেখ হাসিনার দৃষ্টান্ত

গত ১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। কারণ এ হাসপাতালটি শুধু আরেকটি নতুন হাসপাতাল বিল্ডিং নয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের চলমান ধারাবাহিকতায় দেশের নানান সেক্টরে অসংখ্য-অজস্র অবকাঠামোর সংযোজন, তার ক্রমবর্ধমান ফিরিস্তি এমনি একটি কলামের পরিসরে লিখে-বলে শেষ করা এক কথায় অসম্ভব। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন ঢাকা মেট্রোরেল আর অন্যতম সাম্প্রতিক সংযোজন আমাদের সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত এই হাসপাতালটি। এটি আমাদের স্বাস্থ্য খাতে সাম্প্রতিক সময়ে সংযোজিত এবং সংযোজনাধীন ঢাকা মেডিকেল কলেজ-২, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ-২, সম্প্রসারিত নিটোর কিংবা সম্প্রসারণাধীন নিমসের মতো নতুন নতুন হাসপাতালগুলোর চেয়ে একেবারেই ভিন্ন মার্গের। এটি ইতিমধ্যেই অপারেশনাল কোনো বিশেষায়িত হাসপাতালের বর্ধিত অংশ নয়, বরং এটি 'হসপিটাল উইদিন হসপিটাল', প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার নতুন একটা টায়ার।

বিএসএমএমইউর এই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটির ভেতরে যারা একবার প্রবেশ করেছেন তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে এমন দ্বিতীয় কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ভেতর তাদের হয়ে ওঠেনি। কারণ এ দেশের রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য নগরকেন্দ্রিক যে আধুনিক, করপোরেট হাসপাতালগুলো তার কোনোটিই কি হাসপাতাল ভবনের নান্দনিকতা, কি আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম কিংবা অন্য কোনো বিবেচনায়ই নতুন এই হাসপাতালটির ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারবে না। এ দেশের বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে

আমার প্রায় দেড় যুগের যে সংশ্লিষ্টতা আর পাশাপাশি প্রায় একই সময় ধরে দেশীয় করপোরেট হাসপাতালের কাজ করার যে অভিজ্ঞতা তার আলোকে আমি এ কথা হলফ করেই বলতে পারি। আমি কদিন আগে লিখেছিলাম যে তেরশ কোটি টাকার এই হাসপাতালটি হতে যাচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের গেম চেঞ্জার। তার অবশ্য সংগত কারণও আছে। হেলথ ট্যুরিজম বা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিদেশ ভ্রমণ দেশে-দেশে, যুগে-যুগে বাস্তবতা। এ বাস্তবতা আমার দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তবে যা বিস্ময়ের তা হলো সংখ্যাটি। এ দেশ থেকে যে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতি বছর ভারত, থাইল্যান্ড কিংবা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা হিজরত করেন তা যে কোনো ব্যাখ্যায়ই ব্যাখ্যাতীত। আমার কাছে একটি ব্যাখ্যা অবশ্য আছে। আমার দেশের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য যেসব দেশে যান সেই জায়গাগুলোতে তারা মূলত বেসরকারি করপোরেট হাসপাতালেই গিয়ে থাকেন। আমার হিসেবে এর একমাত্র ব্যতিক্রম ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতাল, কিন্তু সেটিও একটি মিশনারি হাসপাতাল। এর পেছনে যৌক্তিক কারণও অবশ্য আছে। পৃথিবীর যেকোনো দেশেই আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার সূচনাটা হয়েছে সরকারের হাত ধরে, যেমনটি হয়েছে বাংলাদেশেও। কিন্তু তারপর একটি দেশে স্পেশালাইজড স্বাস্থ্যসেবার যে উন্নতি তার পুরোটাতেই পুরোধা ভূমিকায় থাকে বেসরকারি, করপোরেট স্বাস্থ্য খাত আর সরকার নেয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেখভালের দায়িত্বটা। একমাত্র ব্যতিক্রম আমার জানামতে বাংলাদেশ, যেখানে প্রাইমারি থেকে টারশিয়ারি–স্বাস্থ্যসেবার সব টায়ারের উন্নয়নের দায়িত্বটা সরকারের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বেসরকারি খাত। শুধু তাই না, সরকারি খাতের অর্জনগুলো থেকে সরাসরি লাভবানও হচ্ছে তারা।

নিজের কথা দিয়েই বলি। আমি সারা দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক-চিকিৎসক। আবার এই আমিই সূর্যাস্তের পর ঢাকার একটি স্বনামধন্য করপোরেট হাসপাতালের লিভারের কাণ্ডারি। আমার সরকারি খাত থেকে অর্জিত যে আধুনিক জ্ঞান, লিভার সিরোসিসের চিকিৎসায় স্টেম সেল থেকে শুরু করে লিভার ক্যান্সারে ট্রান্স-আর্টারিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশন কিংবা ইমিউনথেরাপি, এসবই আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও প্রয়োগ করছি। এতে দোষের কিছু নেই। বরং এটি আমাদের স্বাস্থ্য খাতের অনিবার্য বাস্তবতা। কারণ এ দেশে

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের চল্লিশ শতাংশ অবদানের বিপরীতে বেসরকারি খাতের কন্ট্রিবিউশন ষাট শতাংশ। অথচ কেউ যেটা খেয়াল করেন না যে এই যে বেসরকারি ষাট শতাংশ সমপরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা, তার মুল চালিকাশক্তি সরকারি চিকিৎসক এবং অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি টেকনিশিয়ান এবং নার্সরাও। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা বছরে ৩৬৫ দিন, ২৪/৭ ওভার টাইম খেটেই চলেছেন।

ফলে সংগত কারণেই বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটি নিয়ে যখন কেউ প্রতিবেশী কোনো দেশের কোনো করপোরেট হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে যান এবং সেবাটি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন তখন এই দুই স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে তার অবচেতন মনে যে তুলনাটা চলে আসে, সেখানে দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানটা তার বিবেচনায় কখনই তুলনীয় হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে দেশের হাসপাতালে-হাসপাতালে খেটে মরা 'কলুর বলদরা' মাথার হাজার ঘাম পায়ে ঝরিয়েও বুঝে উঠতে পারেন না তাদের দোষটা কোথায়? এই করোনাকালে রেকর্ড সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করে করোনা মোকাবেলায় দেশের জন্য এত এত রেকর্ড বয়ে আনার পরও কেন তারা দেশের আপামর জনগণের মনটা পান না।

যেকোনো দেশের যেকোনো সমস্যার সমাধান হতে হবে দেশীয় প্রেক্ষাপটে দেশের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। বিদেশ থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রেসক্রিপশনে দেশের রোগ সারে না। এ ব্যাপারটি যিনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন তিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। পদ্মার দুই কূলকে জুড়তে গিয়ে তিনি বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করেননি। তার নিজস্ব প্রেসক্রিপশনেই বাঙালির পদ্মা জয়। দেশের স্বাস্থ্যের চিকিৎসায়ও তিনি এবার এগিয়ে এসেছেন তার নিজস্ব প্রেসক্রিপশন নিয়ে, যার প্রথম উদাহরণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটি। এখানে বিশ্বমানের এমবিয়েন্সে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎকরা। আমাদের নার্সিং সেবা, পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার আর হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্তের যে হাজারো অভিযোগ, আশা করা যায় তারও ব্যাপ্তিটা সংকুচিত হবে এই হাসপাতালটির চার দেয়ালে এসে। কারণ এই সেবা যারা দিয়ে থাকেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাশাপাশি তাদেরও বিদেশ ঘুরিয়ে প্রশিক্ষিত করে নিয়ে আসা হয়েছে এর মধ্যেই।

নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন এই হাসপাতালটিতে নতুন আরেকটি চেম্বারে বসে রোগী দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি যা লিখেছি, বিশ্বাস করুন, তার প্রতিটি জিনিস হাসপাতালটিতে অন্তত একটি দিন কাজ করে বিশ্বাস করেই বুঝে-শুনে লিখছি। হাসপাতালটিতে বসে যখন রোগী দেখছিলাম তখন বারবার শ্রদ্ধায় অবনত হচ্ছিলাম মহীয়সী ওই নারীর প্রতি, কারণ তার এই সর্বশেষ প্রেসক্রিপশনটি শুধু যে বাঙালির স্বাস্থ্যসেবায় বিদেশমুখিতাই কমাবে তাই নয়, এটি আমাদের স্বাস্থ্য খাতের সেবকদের মনের খেদটুকুও দূর করবে আর সবচেয়ে যা বড় কথা তা হলো দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো বিদেশী টাকাগুলো বিদেশে আর এত বেশি বেশি ব্যয় হবে না। বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটি তাই যেকোনো বিবেচনায়ই স্বাস্থ্যসেবায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরেকটি অসাধারণ ডকট্রিন।